International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার রাভা জনজাতি সম্প্রদায়ের ভাষাগত অবস্থা: একটি পর্যালোচনা

Uttam Sarkar

Research Scholar, RKDF University Rachi

সারসংক্ষেপ:

নদী, পাহাড়, অরণ্য, অধ্যুষিত আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় উপনিবেশ উত্তর সময় থেকে বহু ভাষাভাষি এবং বহু জাতির মানুষেরা বসবাস করছে।এই অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- চাকমা, সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ড, রাভা, মেচ টোটো, মাহালী প্রভৃতি। এদের মধ্যে রাভা জনজাতি হল এই জনজাতির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন জনজাতি।এই জনজাতির মানুষদের মধ্যে বাংলা ভাষা যোগাযোগের অন্যতম ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রাভা জনজাতি অধ্যুসিত এই সমস্ত এলাকার সিংহভাগ সরকারি স্কুলের প্রধান মাধ্যম হল বাংলা ভাষা,স্বভাবতই সিংহভাগ রাভা ছাত্র ছাত্রীরা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত বাংলা ভাষাতেই গ্রহণ করে । বহু ভাষাভাষী নির্বিশেষে জনজাতিদের ভাষা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জনজাতিদের মধ্যেই ব্যবহৃত হয় । এই জনজাতিদের মধ্যে ভাষার কোন নিজস্ব লিপি নেই,তাই তাদের কথ্য ভাষা নিজেদের হলেও লেখ্য ভাষা অন্য। তবে কিছু ভাষা অন্য ভাষার লিপির সাহায্য নিয়ে লেখা হয় । আমরা জানি যে, কোন ভাষাই স্বয়ং সম্পূর্ণ ও ঐশ্বর্যশালী হতে পারে না যদি না তাদের কোন লিখিত সাহিত্য থাকে । তাই এই জন জাতিদের ভাষার অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হচ্ছে । ভাষার এই প্রতিকূলতা রাভা জনজাতিদের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে । বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন ,পরিবহন এবং যোগাযোগের সম্প্রসারণ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব প্রভৃতি তাদের আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাড় করিয়েছে ।পাশাপাশি শিল্পায়নের দ্রুত বিকাশ ,পেশাগত পরিবর্তন ,অনুপ্রবেশের কারেণও এই ভাষার অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে । এমতাবস্থায় এই দুই জেলার রাভা জনজাতি সম্প্রদায়ের ভাষার বর্তমান অবস্থা ,তাদের ভাষার এই সমস্যা ,সেই সাথে তাদের ভাষার উন্নতি এবং তাদের ভাষার লালন পালন করার বাধ্যবাধকতাই এই লেখার আলোচনার মূল বিষয় । তৎসহ এই প্রবন্ধে উক্ত জেলাগুলির আদিবাসী জনজাতিদের ভাষার বিপদ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে । এই আলোচনার শেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এই সমস্ত অবক্ষয়িত ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের সুচিন্তিত মতামত ,ভাষাবিদ দের পরামর্শ,এমনকি সরকারি স্তরে সুনির্দিষ্ট ভাষা পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে ।

সূচক শব্দ: রাভাজনজাতি ,রাভা ভাষা ,প্রতিকুলতা,ভাষাগত পরিকুল্পনা,ভাষাগত সমস্যা

ভূমিকা :

পশ্চিমবঙ্গের তরাই ডুয়ার্স অঞ্চল অর্থাৎ আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার জনসংখ্যার একটি বড় অংশই আদিবাসী,এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাভা। এরা সুদীর্ঘ কাল ধরেই এই অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে আসছে । বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের মতই এদের নিজস্ব ভাষা আছে । এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আদিবাসী গোষ্ঠী হল – সাওতাল,ওরাও,মুন্ডা রাভা,মেচ,টোটো,বড়ো ইত্যাদি । ভাষা হল ইতিহাসের আধার ,ভাষা পরিচয় প্রকাশ করে , ভাষা মানুষের জ্ঞানের সমষ্টিতে কৌতুহল তৈরী করে ,ভাষাগত বৈচিত্র হল সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রকৃত মাপকাঠি । যদি আমরা ভাষা ভুলে যাই , তাহলে আমরা ঐ ভাষার সংস্কৃতিকে ভুলে যাব । ভাষাগত দিক দিয়ে উক্ত দুই জেলা হল বহুভাষী অধ্যুসিত। ভারতের চারটি ভাষা গোষ্ঠীর লোক এই অঞ্চলে বসবাস করে ,Indo-Aryan .Austro-Asiatic, Dravid এবং Tibeto-Burman. এর মধ্যে সাওতাল ও মুন্ডা- আর্য ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত ,ওরাও – দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত ,বড়ো ,মেচ ,রাভা ,টোটো –তিব্বতীয় বার্মা গোষ্ঠীভুক্ত ।এখানে আমাদের আলোচ্য রাভা ভাষার অবস্থা । রাভাদের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন স্বতন্ত্র তথ্য নেই।গবেষকেরা রাভাদের উৎপত্তি স্থান নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।মেজর এ প্লেফেয়ার মনে করেন রাভারা তিব্বতি অঞ্চল থেকে গারো পাহাড় হয়ে আসামের সমভুমি এবং পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাঞ্চল মুলত কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার,জাল্পাইগুরি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।রাভা জনজাতি প্রধানত কোচা,রংদানীয়া,মায়তারীয়া,পাতি,দাহরীয়া ইত্যাদি। উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ রাভাই কোচ রাভা গোষ্ঠীর,কিছু আছেন পাতি রাভা এবং আরো কিছু গোত্র

(হীসুক)।কয়েকটি গোত্র উল্লেখ করা হল-মৌজি,মৌজিদং,কৌঞ্চেম,মৌজিপ্রান,কান্তারাং,বান্দা ইত্যাদি। রাভাদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও তারা বাংলা ভাষার প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।

আধুনিক সভ্যতা দ্রুত বাহু বিস্তার করছে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি,শিক্ষার বিস্তার,এই জজাতির লিখিত সাহিত্যের অভাব, ,অভিধান বা শব্দকোষের অভাব , দ্বিতীয় ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ , নতুন প্রজন্মের মধ্যে স্থানীয় ভাষায় অনুশীলনের অভাব ,নগরায়নের বিস্তার ,বাংলা সহ অন্য ভাষার চূড়ান্ত প্রভাব ইত্যাদি কারনে আধুনিক জীবন যাত্রাকে তারা যত বেশী গ্রহণ করেছে,তত বেশী নিজেদের মাতৃ ভাষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং এই জনজাতির ভাষাকে বিপদের দিকে পরিচালিত করছে।আমরা যদি এখনই প্রয়োজজনিয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এই জনজাতির ভাষাগুলি আরো সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল । এমনকি বিলুপ্ত পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে । এই আলোচনায় চেষ্টা করা হয়েছে –এই সমস্ত ভাষাগুলির সমস্যা এবং বর্তমান অবস্থা নিয়ে সকল স্তরের মানুষকে সতর্ক এবং সচেতন করতে ।

আলোচনা এবং ফলাফল:

উক্ত অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের জনবিন্যাসঃ

উপজাতি	সংখ্যা	উপজাতি	সংখ্যা
অসুর	২৯৬৮	গারো	১১১৭
ভুমিজ	১৮৬০	গোন্ড	১৮৭১
ভুটিয়া,শেরপা,টোটো,ডুকপ্,টিবেটান	১৫৬৯৫	হাজং,হো,কারমাল্	৩০৭৮
বিরহর	২৭২	খানওার	২৫৭২
চাকমা	৩৯	লেপচা	৭৬৩
চেরো	১০৪৭	লোধা,খেরিয়া,খারিয়া	৩৪৪৮১
চিক বারিক	১৪২৬৩	লোহারা	৭৩৬০
মাহালি	২৬৯০৪	মুন্ডা	৮৬২২৩
মেচ	৩৫০২৯	ওরাও	৩৬৮৪১৩
রাভা	***১৪৪৮৭***	সাওতাল	৩৮৮৭৭

তথ্যসুত্রঃ জনগননা ২০১১

পরিচিতিঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে অসংখ্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী এখনও তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে বসবাস করছে।তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে আধুনিক সভ্যতার পরিবর্তমান গতিধারায় নিজেদের সামিল করার চেষ্টা করছে।এইসব জনজাতির মধ্যে রাভাগণও নিজেদের ভাষাকে উদ্ধার করে আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির গতিধারায় মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে রাভা একটি অন্যতম প্রাচীন জনজাতি । এই রাভা জনজাতি মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠির অন্তর্গত বৃহৎ বড়ো পরিবারের একটি শাখা। পূর্ব- ভারতে ‘কোচ’, ‘কোচা’, ‘কোচা-রাভা’ জনজাতি অতীতে ‘কোচ’ হিসেবেই সর্বত্র পরিচিত ছিল । বর্তমানে তারা সরকারিভাবে সর্বত্রই ‘রাভা’ নামে পরিচিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে রাভারা এখনও নিজেদের ‘নাং-কোচা’ বা ‘আমরা কোচ’ এই পরিচয় দিতে ভালবাসেন । ভারতীয় সংবিধানের ২৭৫ ধারা অনুসারে রাভা জনগোষ্ঠী আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ‘সমতলে বসবাসকারী একটি অনুসূচিত জনজাতি’(Scheduled Tribe,Plain)হিসাবে স্বীকৃত (হাকাসামঃ২০০৪;৬৪)।

লিখিত সাহিত্যের অভাব :পৃথিবীর যে কোন ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম মাধ্যম হল লিপি ।রাভা ভাষার নিজস্ব কোন লিপি নেই, তাই এই ভাষার নিদর্শন কোনো শিলালিপি বা তাম্র বা ভুর্জরপত্র ইত্যাদিতে পাওয়া যায়নি। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম হল সাহিত্য । সাহিত্য একটি জাতির পরিচয় বহন করে , আর এর জন্য প্রয়োজন লিপির । একটি ভাষা তার ভিন্ন ভিন্ন পরিচেয়ের মাধ্যমে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যায় এবং ব্যক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত হয় । আলোচ্য আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার রাভা জনজাতিদের এটাই প্রধান সমস্যা । কোন নতুন লিপি গ্রহণ

করার জন্য ভাষার উচ্চারণের নিয়ম থাকা প্রয়োজন আর এর জন্য ভাষার বিশেষ আধ্যয়ন প্রয়োজন। যদিও সাওতাল ,মুন্ডা দের মত কয়েকটি উপজাতির নিজস্ব ভাষার লিখিত রূপ থাকলেও সেই বর্ণমালায় শিক্ষার সুযোগ তেমন না থাকায় ,তার উপর বাংলা ভাষার চাপের কারণে তাদের নিজস্ব ভাষা গুলো মৌখিক ভাবে চর্চা হলেও এর লিখিত রূপ হারাতে বসেছে। তাছাড়া উপজাতি ভাষাগুলির আদর্শ রূপের অভাব , শিক্ষার্থীর স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে অনেক উপজাতির ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য সুচির অন্তর্ভুক্ত হয় না। দু-একটি ছাড়া বেশিরভাগ উপজাতির ভাষাই অলিখিত।

সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সাহিত্যের মাধ্যমেই কোন সমাজের মানসিক বিকাশ,বৌদ্ধিক বিকাশ ,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং জাতিগত বৈচিত্র প্রকাশ পায়। লেখ্য ভাষা ছাড়া কোন উপজাতির ভাষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং কোন লিখিত সাহিত্য না থাকলে ঐ জাতির ঐতিহাসিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। একমাত্র লিখিত সাহিত্যই ঐ ভাষার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারনে সাহায্য করে। সুতরাং কোন ভাষা গোষ্ঠী তাদের নির্দিষ্ট মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ না করলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না ।যে কোন ভাষারই একটি সম্পূর্ণ অভিধান – ব্যাকরণ লক্ষ্যনীয়।কিন্তু রাভা জনজাতির ভাষার দীর্ঘদিন ধরে কোন এরকম অভিধান নেই। যদিও সম্প্রতি এবিষয়ে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে। একটি ভাষার বিশেষ অধ্যয়ন আঞ্চলিক ভাষার উপভাষা বা রূপ গুলিকে স্পস্ট করতে সাহায্য করে এবং একটি সমন্বয় মূলক রূপ দিতে ভূমিকা পালন করে।এ ধরনের অধ্যয়নের অভাবে এক আঞ্চলিক ভাষা ব্যাবহারকারিরা অন্য আঞ্চলিক ভাষার স্বিকৃতি দিতে চায় না।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে দ্বিতীয় ভাষা : দ্বিতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করার ফলেও রাভা জনজাতির ভাষার সম্প্রসারণ থমকে যাচ্ছে। কারণ যে কোন কথ্য ভাষার সমৃদ্ধি মূলত তার বিস্তারের উপর নির্ভর করে। এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের উপজাতি ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র সাওতালি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য উপজাতি ভাষাগুলি যেমন রাভা, ওরাও ,টোটো ,মেচ, শবর প্রভৃতি প্রভৃতি ভাষায শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ নেই। যদি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কোন ভাষা স্বীকৃতি পায় তবে ঐ বিষয়ে পড়াশুনা করার অনেক সুবিধা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য অঞ্চলে তার সুযোগ না থাকায় ঐ অঞ্চলের উপজাতি ভাষা গুলির অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি ।উত্তরবঙ্গে কোচবিহার , আলিপুরদুর অ জলপাইগুড়ি জেলার কোচ – রাভা গন নিজেদের মধ্যে রাভা ভাষা ব্যবহার করলেও শিক্ষাগ্রহণ এবং চাকুরি বা কাজকর্মে প্রতিনিয়ত বাংলাভাষীদের সংস্পর্শে আসায় তারা বাড়ির বাইরে মান্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করছে।এই অঞ্চলের রাভাগণ বর্তমানে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের ভাষাকে আর স্পচল রাখতে পারছে না। নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নব প্রজন্মের লোকেরা ধীরে ধীরে নিজেদের ভাষা ভুলে যাচ্ছে।

বিশ্বায়নের প্রভাব: বর্তমানে বিশ্বায়ন ও নাগরায়নের ফলে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার অন্যান্য উপজাতিদের ভাষার মত রাভা জনজাতির ভাষারও অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের মত রাভা জনজাতির মানুষেরাও শহুরে জীবন যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজস্ব এলাকা থেকে শহর মুখী হয়ে যাচ্ছে। এই শহুরে জীবন যাত্রার প্রতি আকর্ষণের ফলে তাদের কথ্য ভাষা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বেশিরভাগ নতুন প্রজন্মের যুবকেরা তাদের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি ভুলে যাচ্ছে। তাছাড়া তারা তারা উচ্চশিক্ষায় দ্বিতীয় কোন ভাষাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এর ফলে তারা অন্য ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে ।এমনকি অনেক অভিভাবকেরা অন্য ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করাকে গর্বের বলে মনে করছে , এর ফলে তার তাদের মাতৃ ভাষাকে ভুলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে রাভা জনজাতির মহল্লার একটি বড় অংশ জীবিকা নির্বাহের জন্য পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে বাইরে চলে যাচ্ছে ,ফলে তারা ধীরে ধীরে নিজের ভাষায় কথা বলার সুযোগ হারাচ্ছে।

অন্য জাতির ভাষার প্রভাবঃ ভাষা নদী প্রবাহের সঙ্গে তুলনীয় ।নদীর প্রধান ধর্ম স্রোত বা গতি ,ভাষারও তাই। নদী থেমে থাকা মানে তার মৃত্যুর সুচনা।তেমনি ভাষা মানুষের মুখে,লিপিতে,গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা হারালে ক্রমশ তা শুকনো নদীর মতো মৃত ভাষা রূপে পরিনত হয়। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর আগমনে উক্ত অঞ্চলের জনমণ্ডলী যেমন একটি মিশ্র রূপ প্রাপ্ত হয়েছে।তেমনি বহুবিধ ভাষাগোষ্ঠীর পাশাপাশি অবস্থান,সংবাদ-বিনিময় ও পারস্পরিক প্রভাবে উক্ত অঞ্চলের রাভা জনজাতির মাতৃ ভাষাতেও প্রভাব বিস্তার করেছে।এছাড়া রাভা জনগোষ্ঠির কিছু গোত্রের লোকেরা নিজের মাতৃ ভাষা ত্যাগ করে স্থানীয় অসমীয়া বা বাংলা ভাষা গ্রহন করেছেন।অনেকে আবার মাতৃ ভাষা পরিত্যাগ না করেই প্রয়োজন অনুসারে তার প্রতিবেশীর শব্দ ভান্ডার থেকে প্রয়োজনীয় শব্দ রপ্ত করে নিয়েছে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে রাভা ভাষার উপর অসমিয়া ভাষা এবং বাংলা ভাষা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

।ফলে রাভা ভাষা তাদের স্বাতন্ত্র হারিয়েছে।

গোষ্ঠীবদ্ধ বসবাসঃ যে কোন জনগোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ,যে কোন জনজাতির মানুষেরা মূলত একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হলে তারা মূলত গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।রাভা জনজাতির মানুষেরা আসামে তারা আসমিয়া ভাষার দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বাংলার বিষেশ করে উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতির মানুষেরা কোথাও রাজবংশী এবং কোথাও বাঙ্গালীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।ফলে এই জনজাতির লোকেরা শিক্ষা,ব্যবসা ইত্যাদির স্বার্থে স্থানীয় ভাষাভাষীর মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।এ ক্ষেত্রে তারা আসামে অসমিয়া ভাষাকে এবং বাংলায় বাংলা ভাষাকে সমন্বিত ভাষা হিসাবে গ্রহন

করে দ্বিভাষিক হতে বাধ্য হচ্ছে।বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারি রাভারা উক্ত অঞ্চলের বিশেষত বাংলা ভাষার বিভিন্ন অংশ রাভা ভাষার সাথে মিশে গেছে।এই প্রবনতা রাভা ভাষাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার উপজাতি ভাষার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :এই আলোচনায় রাভা জনজাতিদের ভাষার অবস্থা বিভিন্ন দৃষ্টি কোন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষা হল কোন সমাজের হৃদস্পন্দন। মানব সভ্যতার সার্বিক উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন বিশ্বের অন্যান্য সংখ্যা লঘু ভাষার মত এই অঞ্চলের রাভা ভাষাকেও সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমান সভ্যতা, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান নির্ভর। এই অবস্থায় ভাষাকে লিখিত আকারে সংরক্ষণ না করলে সেই ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তীব্র হবে। আলোচ্য অঞ্চলের রাভা জনজাতির ভাষারও সেই সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা কোন ভাষা মূলত তার ব্যবহারের করার উপরই টিকে থাকে। কোন ভাষা যদি কোন সমাজ বা জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে না পারে তা হলে তা দির্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না।ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক প্রকাশনা 'অ্যাটলাস অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ডেঞ্জার'(২০১১)এ ২৭০০ টি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করেছে,যেখানে দুর্বল ভাষা হিসাবে রাভা ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।একটি ভাষা ঐ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ,সামাজিক এবং জাতিগত পরিচয় প্রকাশ করে এবং অতিতের সংগৃহিত জ্ঞানকে প্রতিফলিত করে।এই বিশেষত্ব একটি সম্প্রদায়কে সমৃদ্ধ করে এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে পৃথক করে।কিন্তু বর্তমানে এই ভাষা ব্যাবহারের প্রবণতা কমে যাওয়ায় রাভা ভাষা বর্তমানে সংকটাকীর্ন হয়ে পরেছে।

উক্ত অঞ্চলের বেশির ভাগ ভাষা সম্প্রদায় যেমন সাওতাল ,ওরাও ,রাভা ,মুন্ডা ,মেচ , টোটো জনগণ তাদের ভাষাকে প্রসারিত করা চেষ্টা করছে। সম্প্রতি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাওতালি ভাষায় শিক্ষা দানের প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এছাড়া আলিচিকি লিপি হিসাবে তার পরিচয় গড়ে উঠেছে। এমনকি ২০১৩ সালে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ব্যবহারের জন্য জাতীয় যোগ্যতা পরীক্ষায় সাওতালি ভাষাকে চালু করেছে। বর্তমানে সাওতালি ভাষা ভারতের ২২ টি অনুসূচীভুক্ত ভাষার মধ্যে একটি।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই আলোচনাভুক্ত জেলার একটা অংশের মধ্যে তাদের ভাষা নিয়ে একটা ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের ভাষার সঠিক বিকাশ এবং অগ্রগতি সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান,প্রযুক্তি ,যোগাযোগের দ্রুত বিকাশ ,বিভিন্ন গণমাধ্যমের বিস্তার বিভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে বহুল প্রচলিত ভাষা যেমন হিন্দি , ইংরাজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের ভাষা অবক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে। যদিও গবেষকরা এই সমস্ত অবক্ষয়িত ভাষা নিয়ে কাজ করছেন।

রাভা ভষার বর্তমান অবস্থাঃ রাভা ভাষাটি ১৯৮৮ সালে প্রাথমিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর জন্য বিষয়ের ভাষা হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছে।কিন্তু পরবর্তিতে এই বিষয়ে আর কোন প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় নি।এমনকি এই রাভা ভাষা মাধ্যমিক,উচ্চ মাধ্যমিক,কলেজ স্তরে mejor indian language হিসাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঠাঁই পায় নি। তবে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য বই লেখা হচ্ছে।বেবাক রাভা ক্রৌরাং রুঞ্চম(সাহিত্য বিষয়ক একটি সংগঠন)এবং রাভা ভাষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর অনেক লেখক এবং উৎসাহী ব্যাক্তিগন বিভিন্ন সাহিত্য ঘরনার পাশাপাশি ব্যাকরণ এবং পাঠ্য বই লেখার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করছেন.১৯৮২-৮৩ সালে রাভা ভাষা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুল ছাত্রদের জন্য রাভা ব্যকরণ রচনা করা হয়।অভিধান এবং শব্দভান্ডারের বইও এই সময়ে রচিত হয়।

ঐতিহ্যগত ভাবে রাভাদের নিজস্ব কোন লিপি নেই।বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন লেখার ঐতিহ্য শুরু হয় তখন অধিকাংশ লেখক বাংলা এবং রোমান লিপি ব্যবহার করত।উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে খৃষ্টান মিশনারীরা এবং কিছু উৎসাহী ব্যক্তিরা রাভাতে লেখার জন্য মূলত রোমান লিপি গ্রহণ করত। এমনকি খৃষ্টান মিশনারিরা রাভা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন।রাভা লেখক রাজেন রাংখো প্রমুখেরা তাদের লেখার জন্যও বাংলা লিপি ব্যবহার করেছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন "বেবাক রাভা ক্রৌরাং রুঞ্চুম"(সাহিত্য বিষয়ক সংগঠন) এবং "রাভা ভাষা পরিষদ" প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকে বাংলা লিপি আসমিয়া লিপি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই লিপিটি এখন পর্যন্ত রাভা লেখকদের কাছে জনপ্রিয় লিপি।

রাভাদের মধ্যে প্রধানত মৈতরি,রংদানি এবং কোচা বা কোচ রাভা নামে তিনটি উপভাষা গোষ্ঠী রয়েছে যারা রাভা ভাষা ও সংস্কৃতি বজায় রেখেছে ,আর অন্যান্য উপশাখা গুলি তাদের মাতৃ ভাষা হারিয়েছে। এই প্রধান রাভা উপভাষা গোষ্ঠীর মানুষেরা ধনিরুপ, শব্দের অভিধান,এবং রুপতত্বের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভাষাগত বৈচিত্র্য বজায় রেখেছে।

করণীয় এবং কর্তব্য :

এই অঞ্চলের রাভা জনজাতির ভাষার সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সুনির্দিষ্ট ভাষা পরিকল্পনা এবং তা কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাঠকদের এই সমস্ত সাহিত্য পড়ার জন্য আকৃষ্ট এবং উৎসাহিত করতে হবে এবং এই সমস্ত ভাষায় প্রকাশনা বাড়াতে হবে। এব্যাপারে শিক্ষিত সমাজ

এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে এই মাধ্যমে শিক্ষা দানের সুযোগ তৈরী করতে হবে।

উপসংহার :

আলোচ্য জেলার প্রায় প্রতিটি উপজাতি ভাষা মূলত sino-tibetan গোষ্ঠীভুক্ত। এই সমস্ত উপজাতি ভাষাগুলির মুল সমস্যা তাদের অলিখিত ভাষা ,লিখিত সাহিত্যের অভাব , দ্বিতীয় ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ , বিশ্বায়নের প্রভাব,নাগরায়নের বিস্তার ইত্যাদি। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ উপজাতি ভাষাগুলির উন্নতির চেষ্টা চলছে। যদিও এক্ষেত্রে সাওতালি ভাষা কিছুটা সফলতা পেয়েছে। বর্তমানে নতুন প্রজন্মের ভাষাগুলির গুরুত্ব হারাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এই ভাষাগুলির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেগুলির সংরক্ষণ দরকার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাষা পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন।এবিষয়ে বেশি করে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা ,বুনিয়াদী শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করা , এই ভাষায় বিভিন্ন সম্প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

গ্রন্থপুঞ্জী :

1. মজুমদার বিমলেন্দুঃরাভা জনজীবন ও লোককাহিনি
2. রাভা শুশীল কুমারঃপ্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের রাভা-জনজাতি
3. পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৪০৮
4. উত্তরবঙ্গের জাতি ও জনজাতিঃ সম্পাদনা রতন বিশ্বাস
5. Basumarary phukan: The Rabha Tribe of North East India Bengal and Bangladesh.
6. Rabha A ethnology (18ED, 2015.
7. Joseph, U.V. (2007).Rabha. Leiden:Brill.
8. হাকাচাম উপেন রাভাঃ রাভা ভাষা আরু সাহিত্য
9. রাভা ধনঞ্জয়ঃরাভা জনজাতির চমু ইতিহাস